ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৯৯০
আগরতলা,২৬ নভেম্বর,২০১৮

বিধানসভা সংবাদ

চলতি অর্থবর্ষে রাজ্যে ১৬টি নতুন রাস্তা পাকা করা হবে : মুখ্যমন্ত্রী

২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে পূর্ত দপ্তরের (আর এন্ড বি) অধীন রাজ্যে মোট ১৬টি নতুন রাস্তা পাকা করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া ২০১৮-১৯ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে পি এম জি এস ওয়াই প্রকল্পে ১৩৩টি রাস্তা পাকা করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক ভানুলাল সাহার এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত করার কাজ একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যের বিভিন্ন রাস্তাগুলির কাজ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ৪৪৩টি রাস্তার ৭৩৩.৮৫ কিমি রাস্তার মেরামতির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২৭৪টি রাস্তার ৫৭৬.২৫ কিলোমিটার অংশের মেরামতির কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলি মেরামতির জন্য ৩৫৯.৮২ কোটি টাকার একটি প্রস্তাব রাজস্ব দপ্তরের কাছে চলতি বছরের ২৭ জুন তারিখ পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে অর্থ মঞ্জুরির জন্য। ইতিমধ্যে ৩.০৮৫ কোটি টাকার অনুমোদন পাওয়া গেছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, পি এম জি এস ওয়াই প্রকল্পে বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলিকে মেরামতির জন্য ১৭.৮৩৯ কোটি টাকার এস্টিমেট কেন্দ্রীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে টাকা পাওয়ার জন্য রাজস্ব দপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হলে পরে সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে।

বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙ্খলের অন্য একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানান, ত্রিপুরায় ৪৪ নং জাতীয় সড়কের সংস্কারের পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের রয়েছে। তিনি জানান, বর্তমানে সড়কটির নাম কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক (এম ও আর টি এইচ) দ্বারা জাতীয় সড়ক ৮ হিসেবে পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতল পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে বর্তমান আর্থিক বছরে এই সড়কের এস কে পাড়া থেকে চন্দ্রপুর আই এস বি টি পর্যন্ত বিভিন্ন অংশে মোট ৩৯.২৫৭ কিলোমিটার রাস্তার পিরিওডিক্যাল রিপেয়ারিং করার জন্য রাজ্য সরকারের পূর্ত (জাতীয় সড়ক) দপ্তর থেকে দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানের দরপত্রগুলির মূল্যায়ণের কাজ চলছে। মূল্যায়ণের কাজ চূড়ান্ত হওয়ার পর ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

***২-এর পাতায়

বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তীর অন্য এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতল ও সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের এক গেজেট নোটিফিকেশন মূলে আগরতলা থেকে চুড়াইবাড়ি জাতীয় সড়কের দেখাশুনার দায়িত্ব এন এইচ আই ডি সি এল-এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এন এইচ আই ডি সি এল কর্তৃক এই সড়কটির দায়িত্বভার বুঝে নেওয়ার সাপেক্ষে ত্রিপুরা সরকারের পূর্ত দপ্তর (জাতীয় সড়ক) বর্তমানে সড়কটি দেখাশুনা করছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই জাতীয় সড়কটির মোট ১৯৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মধ্যে চুড়াইবাড়ি থেকে বেতছড়া পর্যন্ত ৫৯ কিলোমিটার রাস্তার উন্নতিকরণের কাজ পূর্ত দপ্তর (জাতীয় সড়ক) কর্তৃক হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মনু থেকে আমবাসা পর্যন্ত সড়কটির বিভিন্ন অংশের মোট ১৩.৫০৭ কিলোমিটার পর্যায়ক্রমিক পুনর্নবীকরণের জন্য দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। তিনি জানান, সড়কটির মুঙ্গিয়াকামী থেকে আগরতলার চন্দ্রপুর আই এস বি টি পর্যন্ত বিভিন্ন অংশের মোট ২৫.৭৬৩ কিলোমিটার পর্যায়ক্রমিক পুনর্নবীকরণের জন্য দরপত্র গ্রহণ করে মূল্যায়ণের কাজ চলছে।

*****